রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মার্চ ২১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৭ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২১ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৬.১০৩—গত ১৫ মার্চ ২০১৮ তারিখে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘের ইউএনসিডিপি (United Nations Committee for Development Policy) কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন সংক্রান্ত ঘোষণা প্রদান করা হয়।

২। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশের উত্তরণ এক বিরাট সফলতা। এ সম্মান বাংলাদেশের, এ সম্মান সমগ্র বাঙালি জাতির। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও প্রজ্ঞার কারণেই এ স্বীকৃতি অর্জন সম্ভব হয়েছে যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুসংহত করছে।

৩। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৫ চৈত্র ১৪২৪/১৯ মার্চ ২০১৮ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৪। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪·০০

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা: ০৫ চৈত্র ১৪২৪ / ১৯ মার্চ ২০১৮

গত ১৫ মার্চ ২০১৮ তারিখে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘের ইউএনসিডিপি (United Nations Committee for Development Policy) কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন সংক্রান্ত ঘোষণা প্রদান করা হয়।

জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী এলডিসি স্ট্যাটাস হতে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক – এ তিনটি নির্ণায়কের মধ্যে যে-কোন দুটি নির্ণায়কের উত্তরণ মান অর্জন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় কমপক্ষে ১,২৩০ মার্কিন ডলার নির্ধারিত থাকলেও বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বর্তমানে ১,৬১০ মার্কিন ডলার; মানবসম্পদ সূচক ৬৬ প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশ অর্জন করেছে ৭২.৯ এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক ৩২ ভাগ বা এর কম প্রয়োজন হলেও সেখানে বাংলাদেশের রয়েছে ২৪.৮ ভাগ। সার্বিক বিবেচনায় তিনটি নির্ণায়কের সবগুলোতেই বাংলাদেশ Graduation Threshold অতিক্রম করেছে এবং অত্যন্ত ভাল অবস্থানে রয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশই বিশ্বের প্রথম দেশ হিসাবে তিনটি নির্ণায়কের নির্দিষ্ট মান অর্জন করে এলডিসি স্ট্যাটাস হতে উত্তরণে সক্ষম হবে। উল্লেখ্য যে চূড়ান্তভাবে এই যোগ্যতা অর্জন করতে আরও ছয় বছর উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে; অতঃপর ২০২৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পাওয়া যাবে।

মন্ত্রিসভা মনে করে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল, প্রাজ্ঞ ও সুদক্ষ নেতৃত্বের ফলেই এলডিসি স্ট্যাটাস হতে উত্তরণের তিনটি নির্ণায়কে বাংলাদেশের সুদৃঢ় অবস্থান অর্জন সম্ভব হয়েছে এবং পরনির্ভরশীলতা হতে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়োপযোগী জনকল্যাণকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্য-আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হতে সক্ষম হবে বলে মন্ত্রিসভা দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে। মন্ত্রিসভা আরও আশাবাদ ব্যক্ত করে যে সকলের সমন্বিত প্রয়াসে উন্নয়নের এই পরিক্রমা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণ সম্ভব হবে।

মন্ত্রিসভা মনে করে যে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশের উত্তরণ এক বিরাট সফলতা। এ সম্মান বাংলাদেশের, এ সম্মান সমগ্র বাঙালি জাতির। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও প্রজ্ঞার কারণেই এ স্বীকৃতি অর্জন সম্ভব হয়েছে যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুসংহত করছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ জাতিসংঘ কর্তৃক উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd